সংবাদ

তারিখ 26 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক অবাধে নকল হচ্ছে

রাশেদ মেহেদী ॥ ২০০৩ সালের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক অবাধে নকল হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার এসব নকল বই উদ্ধার করে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে নিয়ে আসা হয়। নকল বই ব্যাপকভাবে বাজারে আসার ফলে বোর্ড প্রায় আড়াই কোটি টাকা রয়ালিটি হারাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে নকল বই মুদ্রণ বন্ধ এবং বাজারজাত করার ব্যাপারে ব্যবস্থা না নেয়া হলে তালিকাভুক্ত প্রকাশকরা ৬০ লাখ বই পুনর্মুদ্রণের কাজ করবেন না বলে জানিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চৌমুহনী, বগুড়া, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি এলাকায় অবাধে নকল বই মুদ্রণের কাজ চলছে। ঢাকার প্রকাশকদের একটি প্রভাবশালীচক্র এর সঙ্গে জড়িত আছে। গতকাল পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে নিয়ে আসা নকল ঃ পৃঃ ২ কঃ ৮

নকল ঃ পাঠ্যপুস্তক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বইগুলোতে (৬ষ্ঠ শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা গদ্য) নকল নিরাপত্তা কাগজ দেখা গেছে। সূত্র জানায়, প্রকৃত নিরাপত্তা কাগজে যে রঙ ব্যবহার করা হয়, তা ভেতরে ও বাহিরে একই থাকে; কিন্তু নকল বইয়ের এসব নিরাপত্তা কাগজ ছেড়ার পর ভেতরের সাদা অংশ বের হয়ে আসে। এসব নকল বইয়ের প্রচ্ছদ গত বছরের বইয়ের প্রচ্ছদের উলটাপিঠে ছাপা হয়েছে এবং তা সহজেই চোখে পড়ে। সূত্র জানায়, এসব বইয়ের কাগজে বোর্ডের জলছাপ আছে। ধারণা করা হচ্ছে, গত বছর ৩৩ লাখ টাকার চুরি যাওয়া কাগজেই এসব বই ছাপা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বছর চুরি যাওয়া বিপুল পরিমাণ কাগজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্র জানায়, যদি মোট বইয়ের অর্ধেকও নকল হয় তা হলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মোট রয়েলিটির অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় আড়াই কোটি টাকা হারাবে। উল্লেখ্য, রয়েলিটিই হচ্ছে মুদ্রণ বাবদ বোর্ডের আয়ের একমাত্র উৎস।

এ ব্যাপারে কয়েকজন প্রকাশক জানান, নকল বই ছাপা হওয়ার ঘটনায় আমরা শঙ্কিত। বাজারে নকল বই আসলে প্রকৃত প্রকাশকরা বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তারা জানান, আজ রোববার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি জানানো হবে। বোর্ড ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে বোর্ডের ৬০ লাখ বই পুনর্মুদ্রণের কাজ বন্ধ করতে প্রকাশকরা বাধ্য হবে।

এ ব্যাপারে আলাপ করলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বই নকল হওয়ার অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করেন। নকল বইয়ের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে ব্যাপারে দু'একদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

এদিকে বাংলাবাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল স্তরের ২৩টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ১০টি বই বাজারে এসেছে। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত নোটবই বিক্রি অব্যাহত রয়েছে।